



267767 - যদি নবীগণ কামলে আখলাকরে অধিকারী হন ও মাসুম (নষিপাপ) হন তাহলে মূসা আলাইহসি সালাম এর জহ্বাতে জড়তা থাকে কভাবে এবং তিনি কোন অপরাধ ছাড়া একজন মানুষকে কভাবে হত্যা করেন?

প্রশ্ন

আমি ইসমতে আম্বিয়া (নবীগণের নষিপাপ হওয়া) সম্পর্কে পড়ছি যে, তাঁরা শারীরিক গঠনগত ত্রুটি ও চরিত্রিক ত্রুটিতে মুক্ত। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের নতো মূসা আলাইহসি সালাম ভালভাবে কথা বলতে না পারার ব্যাপারে কী বলা যতে পারে? এবং তিনি কভাবে বনি অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করলেন? এটিকি ইসমতে আম্বিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা সকল নবীগণকে সম্মানতি করছেন, রসিলাত-এর দায়িত্ব পালন বহন করার ও পৌঁছে দেয়ার যোগ্য বানিয়েছেন। তাই তিনি তাঁদের শারীরিক গঠন ও চরিত্রকে পরপূর্ণ করছেন। তাঁদেরকে তাঁর প্রচারের জন্য নির্বাচতি করছেন এবং তাঁদেরকেই তাঁর রসিলাতের দায়িত্ব দিয়েছেন; অন্যদেরকে নয়। ইরশাদ হয়েছে: "তাঁর রসিলাত (রসূলের দায়িত্ব) কথায় দবেনে তা তিনিই ভাল জানেন"। [সূরা আনআম, আয়াত: ১২৪]

এ কারণে বনী ইসরাইলরা যখন কালমিল্লাহ মূসা আলাইহসি সালামকে কষ্ট দচ্ছিল এবং তাঁকে শারীরিক ত্রুটির অপবাদ দচ্ছিল তখন তিনি তাঁকে নষিকলুষ ঘোষণা করেন। কারণ ছিল তারা উল্গুগ হয়ে গোসল করত এবং একে অপরের দকি তাকাত। কিন্তু, মূসা আলাইহসি সালাম একাকী আড়ালে গোসল করতেন। তখন তারা বলল: "আল্লাহর কসম! মূসা আমাদের সাথে গোসল না করার কারণ হল সে একশরিগ্রস্ত। একবার তিনি গোসল করতে গিয়ে একটি পাথরের উপর তাঁর কাপড় রাখলেন। পাথরটি কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তিনি পাথরের পছি পছি দৌঁড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন: ওহে পাথর, আমার কাপড়। তখন বনী ইসরাইলরা মূসা আলাইহসি সালামের দকি তাকাল এবং বলল: আল্লাহর শপথ! মূসার কোন সমস্যা নই। তিনি তাঁর কাপড়টি উদ্ধার করে পাথরটিকে পটিতে লাগলেন।" [সহি বুখারী (২৭৮) ও সহি মুসলিম (৩৩৯)]

এ হাদসিরে ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার বলেন: "এ হাদসিে দললি রয়েছে যে, নবীগণ শারীরিক গঠন ও চরিত্রিক দকি দিয়ে পূর্ণতার



শীর্ষে। যে ব্যক্তি কোন নবীর ব্যাপারে শারীরিক কোন অপূর্ণতার দোষ তোললে সে ঐ নবীকে কষ্ট দেয়। এমন দোষারোপকারী কাফরে হয়ে যাওয়ার শংকা হয়।"[ফাতহুল বারী (৬/৪৩৮)]

একশরী মানো: অণ্ডকোষদ্বয় বা দুইটির একটি বড় থাকা।

দুই:

মূসা আলাইহিস সালামের জহ্বাত যে জড়তা ছিল সেটা জন্মগত ছিল না। মশহুর হচ্ছে তিনি ছোট বেলোয় আগুনরে অঙ্গার মুখে দেয়ার কারণে এ সমস্যা হয়েছিল; যমেনটি কোন কোন তাফসিরকারক উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তীকালে কোন সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া অন্যদরে ক্ষতেরে যমেন ঘটতে পারে নবীদরে ক্ষতেরেও ঘটতে পারে। নবীরাও কষ্ট পতে পারেন, আঘাত পতে পারেন। যার ফলে তাঁদের শারীরিক ত্রুটি ঘটতে পারে। যমেনটি উহুদ যুদ্ধেরে দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে দাঁত ভেঙে গিয়েছিল।

এ ত্রুটি যখন রসিলাতেরে দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করার পর্যায়ে ছিল তখন মূসা আলাইহিস সালাম এ সমস্যা নরিসনরে জন্ম দেয়া করেছেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

(অনুবাদ: মূসা বলল: হে আমার রব, আমার বক্ষ আমার জন্ম খুলে দাও (আমার মনে সাহস যোগাও)। আমার কাজ আমার জন্ম সহজ করে দাও। আর জহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।)[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ২৫-২৮] আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামেরে দেয়া কবুল করলেন। (অনুবাদ: আল্লাহ বললেন, মূসা! তুমি যা চয়েছো তমোকতে তা দেওয়া হল।)[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৩৬]

ফরোউন সম্পর্কে আল্লাহর তাআলার বাণী:

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

(অর্থ- এই হীন লোকটি (মূসা) থেকে কি আমি শ্রেষ্ট নই? সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না।)[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৫২] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

"সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না": এটিও একটি মিথ্যা অপবাদ। কারণ যদিও ছোট বেলোয় আগুনরে অঙ্গার থেকে তাঁর জহ্বা আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু তিনি আল্লাহর কাছে দেয়া করেছেন যাতে করে তিনি তাঁর জহ্বার জড়তা দূর করে দেন যনে তারা তাঁর কথা বুঝতে পারে। আল্লাহ তাঁর সে দেয়া কবুল করেছেন। "আল্লাহ বললেন, মূসা! তুমি যা চয়েছো তমোকতে



তা দেওয়া হল"[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৩৬][তাফসিরে ইবনে কাছরি (৭/২৩২)]

এর থেকে পরস্কার হয়ে গেলে যে, মূসা আলাইহিস সালাম যে সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যথাযথ ও স্পষ্টভাবে রসিলাতের দায়িত্ব পালনে সটো কোন নতেবাচক প্রভাব ফেলেনি এবং সটো মূসা আলাইহিস সালামের জন্য এমন কোন দোষ বা ত্রুটি ছিল না যটো মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করবে কথিবা তিনি সমালোচনার পাত্ৰ হবনে; মথিযাচার ও অপবাদ আরোপ করা ছাড়া; যমেনটি করছে অভশিপ্ত ফরোউন।

তনি:

নবীগণ হচ্ছ শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা সৃষ্টিকুলরে মাঝে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কবরি গুনাহ থেকে মুক্ত করছেন। তাই তাঁরা কখনও কবরি গুনাহ করেন না। তাঁরা কবরি গুনাহ থেকে মাসুম বা মুক্ত; সটো নবুয়তপ্রাপ্তির আগে হোক কথিবা পরে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া গ্রন্থে (৪/৩১৯) বলেন:

"নবীগণ কবরি গুনাহ থেকে মাসুম (নষিপাপ); সগরি গুনাহ থেকে নয়- এটি অধিকাংশ আলমে ও অধিকাংশ দলগুলোর অভমিত...। এটি অধিকাংশ তাফসিরবিদি, হাদিসবিদি, ফকাহবিদিরেও অভমিত। বরং সাহাবী, তাবয়ী, তাব-তাবয়ী, সলফে সালহিনি ও ইমামদের কাছ থেকে যে সব বক্তব্য এসছে সেগুলো এ অভমিতরে অনুকূলে।"[সমাপ্ত]

আর সগরি গুনাহ তাঁদের কাছ থেকে কথিবা তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে সংঘটিত হতে পারে। এ কারণে অধিকাংশ আলমেরে অভমিত হল: তাঁরা সগরি গুনাহ থেকে মাসুম নন। যদি এমন কোন সগরি গুনাহ তাঁদের দ্বারা ঘটবে যায় তাহলে তাতে সম্মতি দেওয়া হয় না; বরং আল্লাহ তাঁদেরকে সতর্ক করে দনে এবং অবলিম্ববে তাঁরা সেগুলো থেকে তওবা করে ফরিয়ে আসনে।

এ ধরণের গুনাহ হচ্ছ মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মশিরি কবিতা লোকটিকে হত্যা করা। কারণ বনি অপরাধে লোকটিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ হত্যা মূসা আলাইহিস সালাম ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। বরং ভুলক্রমে ঘটছে। যে কারণে তিনি এতে প্ররোচতি হয়েছিলেন সটো হচ্ছ- মজলুম লোকটিকে সাহায্য করা। কারণ মশিরি কবিতরি বনী ইসরাঈলদেরকে দাস বানাত এবং তাদরে উপর অবচার করত।

ইমাম কুরতুবী বলেন: "তনি তাকে সাহায্য করত এগিয়ে আসনে; কনেনা মজলুমকে সাহায্য করা সকল উম্মতরে কাছ দ্বীনি কাজ ও সকল শরিয়তে ফরয। কাতাদা বলেন: কবিতা লোকটি চাচ্ছিল প্রভাব খাটিয়ে ইসরাঈল লোকটিকে দিয়ে ফরোউনের রান্নাঘরের জন্য কাঠ বহন করাত। ইসরাঈল লোকটি অস্বীকার করল এবং তাকে সাহায্য করার জন্য মূসাকে ডাকল।"

অনুরূপভাবে



قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ

(অর্থ: সবে বলল: হে আমার রব, আমি আমার নিজেরে প্রত্যাশায় করে ফেলেছি। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।) এর ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন: মূসা আলাইহিস সালাম যবে ঘুষটি মেরেছিলেন সটোর জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন; যবে ঘুষের কারণে লোকটির প্রাণ অবসান হয়। এ অনুতপ্ততা তাঁকে তাঁর রবের প্রত্যাশায় বিনয়িত হওয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনার প্রত্যাশায় উদ্ভুদ্ধ করেছে...।

তাঁর এ হত্যাটি ছিল ভুলক্রমে। যহেতে অধিকাংশ ক্ষত্রে ঘুষি বা লাথি মারলে মানুষ মরবে না।

সালমি বনি আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ওহে ইরাকবাসী! সগরি গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের অধিক প্রশ্ন, আর কবরি গুনাহতে লিপ্ত হওয়া বড়ই বস্ময়কর! আমি আবু আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: ফতিনা এদিক থেকে আসবে। তিনি হাত দিয়ে পূর্বদিকে ইশারা করেছেন, যদেকি থেকে শয়তানের শক্তি উদতি হয়। তোমরা একে অপরেরে গর্দান কর্তন করতছে। অথচ ফরেআউনরে গোষ্ঠীর যবে লোকটিকে মূসা আলাইহিস সালাম ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন সবে প্রসঙ্গগে আল্লাহ বলেন:

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

(অর্থ- তুমি একজনকে হত্যা করে বসলে। তারপর আমি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে বড় রকম পরীক্ষায় ফেলেছিলাম।)[তাফসিরে কুরতুবী (১৩/২৬১) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

কুস্তালানি বলেন:

এটা তাঁর ইসমতকে (নিষ্পাপ হওয়াকে) প্রশ্নবদ্ধি করবে না। কারণ সটো ভুল ছিল। আয়াতে কারীমাতে সটোকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে, অন্যায় বলা হয়েছে। অবহলোবশতঃ কোন ছোট গুনাহ হয়ে গেলে তাঁদের (নবীদের) অভ্যাস অনুযায়ী সটোকে বড় জ্ঞেণন করে তিনি সটো থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।[ইরশাদুস সারি (৭/২০৬)]

বরং এর উপরে আমরা যবে কথাটি বলতে চাই: নিশ্চয় এ মশিরি কবিতকে হত্যা করাটা (হত্যা করার কারণ থাকা সত্ত্বেও) ছিল অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু এটা মূসা আলাইহিস সালামের নবুয়তের আগে সংঘটিত হয়েছে। আর নবীগণ নবুয়তপ্রাপ্তির আগে ভুল করা থেকে মাসুম বা মুক্ত নন। বিশেষত তাঁদের অভ্যাস যদাভাল হয় এবং কার্যকারণ থাকে।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"আমি এমন কিছু জানিনি যবে, বনী ইসরাঈল কোন নবীকে কোন কাজ থেকে তওবা করার কারণে সমালোচনা করেছে। বরং তারা মথিাচার করে তাঁদের উপর দোষারোপ করত; যমেনভাবে তারা মূসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল। নচেৎ মূসা



আলাইহিসি সালাম মশিরি কবিতা লোকটকি হত্যা করছেন নবুয়তপ্রাপ্তরি আগে। এবং তিনি আল্লাহ্কে দেখতে চাওয়া থেকে ও অন্যান্য ভুল থেকে নবুয়তপ্রাপ্তরি পর ক্ষমা চয়েছেন। আমি জানি না যে, বনী ইসরাঈলের কটে এ ধরণে কোন কছির জন্ম মূসা আলাইহিসি সালামের উপর দোষারোপ করছেন।[মনিহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাওয়য়াহ (২/৪০৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।